মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছ ওটা

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি রয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার (২১ মার্চ) ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃতরা হলো, মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ার মাসুদ বিশ্বাসের ছেলে

মোঃ সামিউল আজীম রাজা (২৩), সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের মৃত জালাল শেখের ছেলে বাবলু হোসেন (৪৪), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ সেলিম মল্লিক (৩২) ও মোঃ স্বাধীন মল্লিক (মা মলা নং ১০(৩)২৫), শিবপুর গ্রামের দাউদ সরদারের ছেলে মোঃ মোরাদ হোসেন ওরফে লাল্টু (৪৪) মামলা নং ১১(৩)২৫ এবং গাংনী উপজেলার আযান গ্রামের ফজলু রহমানের ছেলে হৃদয় হোসেন (২৪) ও এলাঙ্গী গ্রামের জামাত আলীর ছেলে সবুজ আলী (২৮)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার (২১ মার্চ) দুপুরে আদালতে নেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের বেড়পাড়ায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে নির্মাণ কাজ

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ উঠেছে আজিজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম নামে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

এ অভিযোগ তুলে সদর থানায় অভিযোগ করেছেন নুরুল ইসলাম নামের এক হোমিও চিকিৎসক।

অভিযোগ পত্রে তিনি জানান, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার ওয়াজেদ ব্যাপারীর ছেলে আজিজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম তার প্রতিবেশী। তারা আমার সীমানায় জোরপূর্বক পাকা বসত বাড়ি নির্মান করছেন। এঘটনায় মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

মামলায় বিচারক ১৪৫ ধারা আদেশ দিয়ে উভয়পক্ষকে নির্মান কাজ বন্ধ রেখে শান্তি—শৃঙ্খলা বজার রাখার নির্দেশ দিৃয়েছেন। আদালতের নির্দেশে মেহেরপুর থানা থেকে তাদের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা নির্মাণ কাজ চলমান রেখেছেন।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিবাদীরা নির্মাণ কাজ বন্ধ করেননি। এসময় বিবাদীরা বলেন, আমরা আমিন দিয়ে মেপে নিজের জমিতে কাজ করছি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে চার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চার জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চার জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মৃত হাফেজ মন্ডলের ছেলে মোঃ হাতেম আলী (৫০), ইসলামপাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের ছেলে মোঃ মেহেরুল্লাহ (কাদা), বেড়পাড়ার আঃ রাজ্জাকের ছেলে মোঃ রাজিব হাসান (৩৮) ও টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের সবদের দেওয়ানের ছেলে শহিদুল (৪৭)।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধীর মামলায় আগাম জামিন পেলেন ২১ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রদের উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা সন্ত্রাস দমন আইনের মামলায় দুই দফায় ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।

আজ বুধবার বিকালে হাইকোর্টের বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান এবং মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ ৯ জন নেতাকর্মীকে ৮ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন

মঞ্জুর করে মেহেরপুর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল ১৮ মার্চ একই বেঞ্চের বিচারক এই মামলার ১২ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জামিন দেন।

আগাম জামিন প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী পৌর যুবলীগের দফতর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল, সাবেক ছাত্রনেতা বিপ্লব হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ রাজু আহম্মেদ, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আশিকুজ্জামান পিন্টু, ওবাইদুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা ইয়ারুল ইসলাম ও রাশিদুল ইসলাম। মামলায় আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এডভোকেট হুমায়ুন কবির।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর সভার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টোর ছেলে ইমন বাদী হয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠণের ৩৫ জনকে এজাহার নামীয় ও ১০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সালের (সংশোধনী ২০১২) এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(ক)(খ)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ০২/২৪ ইং, গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ইং জিআর মামলা নং ২২৭/২৪ ইং। মামলাটি বর্তমানে আমলী আদালত গাংনীতে বিচারাধীন রয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, হাইকোর্টেও বেঞ্চে জামিনের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক মামলার আসামিদের মধ্যে দুই দিনে ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের অন্তবর্তিন জামিন দিয়েছেন।

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন পন্য বিক্রি, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ, নিষিদ্ধ ও মূল্যবিহীন কসমেটিকস বিক্রির দায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (১৯ মার্চ) দুপুর ২টার দিকে শহরের বড় বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। পরিচালিত এই অভিযানে ফল, কাপড় ও কসমেটিকস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের বড় বাজারে অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়।

এসময় মেয়াদোত্তীর্ণ, নিষিদ্ধ ও মূল্যবিহীন কসমেটিকস বিক্রির দায়ে রাজা স্টোর প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে ১৫ হাজার, নিউ কেয়া স্টোরের মালিক মোঃ হাফিজুর রহমানকে ১৫ হাজার, মেসার্স কেয়া স্টোরের মালিক মোঃ আজিজুর রহমানকে ৫ হাজার, ইলিয়াস স্টোরের মালিক মোঃ আবু সাঈদকে ৫ হাজার এবং একটি রেস্টুরেন্ট কে ২ হাজার মোট ৪২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, অভিযান চলাকালে ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, মূল্য তালিকা সঠিকভাবে প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে আরও সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মোঃ তামিম ইসলাম, ক্যাবের সাধারণ

সম্পাদক মোঃ মাজেদুল হক মানিক ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে দুই আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুইজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টার পর থেকে মেহেরপুরে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুইজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মোঃ আরজুল্লা মল্লিকের ছেলে মোঃ জুলফিকার মল্লিক (৫৫), (জিআর-৫৯/২৩) ও মহাজনপুর গ্রামের মোঃ মিনারুল মন্ডলের ছেলে মোঃ শাহিন রেজা (৩৩), (মামলা নং ৯(৩)২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)।

এই মামলার ভিকটিম মোঃ মোরশেদ আলমের মেয়ে রুহি খন্দকারকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে। এবং গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোঃ সাঈদ হাসান নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (১৭ মার্চ) রাত ১২টার দিকে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার শিবপুর এলাকার বাসিন্দা এবং মোঃ ফজলুল হকের ছেলে। তার বিরুদ্ধে মামলা নং সিআর ১১৮৩/২৪ (মেহেরপুর) রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঝিনাইদহে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এক ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই ব্যবসায়ী গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালে মহেশপুরের জলিলপুর সড়কে আব্দুল হামিদ সাড়ে তিন শতক ডিসিআরভুক্ত জমি সংশ্লিষ্ট কর্র্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নিয়ে একটি সেমি পাকা ভবন নির্মাণ

করে। পরে ওই ভবনে ডেকোরেটরের ব্যবসা শুরু করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে আসছেন তিনি।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মহেশপুর বণিক সমিতি থেকে একটি সালিশির চিঠি পান তিনি। পরে বণিকি সমিতিতে গিয়ে জানতে পারেন ওই জমির দাবি করছেন স্থানীয় শেখ মো. আনোয়ার সাদত রিপন নামের এক ব্যক্তি। সমিতিতে সালিশের সময় হামিদকে দ্রুত ওই জমিসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়।

এরপর উপায় না পেয়ে গত ৩ মার্চ ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন দায়ের করেন তিনি। তখন আদালত ওই জমির ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে।

আব্দুল হামিদ বলেন, ‘আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে রিপন ও তার ক্যাডার বাহিনী। পুরো ভবন ভাঙচুর করেছে। প্রতিষ্ঠানে থাকা ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে তারা।’

অভিযোগ অস্বীকার করে মো. আনোয়ার সাদত রিপন বলেন, ‘ওই জায়গায় আমাদের মার্কেট রয়েছে। হামিদ যে জায়গায় ব্যবসা করে ওই জায়গাটাও আমাদের। তিনি মূলত সাবেক এমপি চঞ্চলের লোক। সম্ভবত ৫ আগস্টের পর থেকেই বিভিন্ন সময় ওই প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করেছে বহিরাগতরা। এখন তিনি আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘শুনেছি ওই জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ আছে। এখন বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে চলে গেছে। বিজ্ঞ আদালত যে নির্দেশনা দিবে আমারা সেটাই পালন করবো।

রায়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন আবরার ফাহাদের মা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ

হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রেখে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল রোববার এই রায় দেন।

প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এ রায়ে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আবরার ফাহাদের মা রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘আবরার ফাহাদ হত্যার আপিল শুনানির রায় হয়েছে আজ। হাইকোর্টে আগের রায় বহাল থাকায় আমরা সবাই সন্তুষ্ট।’

রোববার দুপুরে হাইকোর্টের রায়ের পর কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে তিনি তাঁর সন্তুষ্টির কথা জানান।

সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় বছর পরও এ দেশের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। কেউ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। এ জন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন চাওয়া, এ রায় যেন দ্রুত কার্যকর হয়। এ রায় কার্যকর হলে ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে আর কেউ সাহস পাবে না।’

এর আগে ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের করা আপিলের শুনানি শেষ হয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি। শুনানি শেষে মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়। ডেথ রেফারেন্স অনুমোদন ও আসামিদের করা আপিল খারিজ করে এ রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হল থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেন। এ ঘটনায় আবরারের বাবা রাজধানীর চকবাজার থানায় হত্যা মামলা করেন।

২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর মামলার রায় দেন বিচারিক আদালত। রায়ে ২০ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে অতিরিক্ত লোড নেওয়ায় চালকের বিরুদ্ধে মামলা, ট্রাক জব্দ

মেহেরপুর পৌরসভার সামনে অতিরিক্ত লোড নিয়ে পার হওয়ার সময় বিদ্যুতের তারসহ কয়েকটি ইন্টারনেট তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রাক জব্দ করেছে ট্রাফিক পুলিশ।

এ ঘটনায় ট্রাকচালক সালু মিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (১৫ মার্চ) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ট্রাফিক পরিদর্শক ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি জানান, অতিরিক্ত লোড বহন করা ট্রাফিক আইন অনুযায়ী অপরাধ। তাই ট্রাকচালক সালু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

ট্রাকের মালিক সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ফিরোজ আহমেদকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়া তারের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।